OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 314 - 325
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙলা ভাষার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কাঠামো : কবি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্য - কবিতা ও নাটক

ড. বন্দনা দত্তচৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জনতা কলেজ, কাবুগঞ্জ, কাছাড়, আসাম
Email ID: bandanadc16@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Language, Structure, Independence, Internal, External, Signifier, Signified, Organization, Dimension.

Abstract
Language is the only organization. Its internal and external organization is its organizational journey. The journey of free organization in the post-independence language structure is witnessed in that direction, how the circulation of translated literature in the free space of vocabulary and the free space of external and internal pressure has transcended all discourses and searched for the world in the thirst for freedom. That is the main purpose of our today's context. The discovery of that 5 dimension of languages in the light of translation theory. The translated literature of poet Shankha Ghosh is our gift as a special lesson. The rediscovery of the dimension of searching for the dual significance of national and international discourse with the concept of country in the meaning of the full story and adaptation of his poems and plays in the translated literature of Kabi Shankha Ghosh is one of the goals of our research. consists the feature of the word which is the essence of that unstable level. How does the free sound of the meaning of the word expand, consisting the grammatical outer essence of the phonim morphim etc and mingle with the internal woven of semiotic and sign, signifier signified to the journey of infinite joy and the construction of the infinite joy of the adventurer of the inner world, Jacques Derrida's deconstructionism theory Roland Barthes post structuralist theory and the theory of the semiotics born from the essence of the post-structuralism the sign of the semiotic theory and the free play of the sign signifier and signified, discovery of the word, the meta word and the word beyond word and the infinite convergence of the word, is our main goal. In this phase of the journey of the construction of the sign of the experience of society and organization, the creation of the duality of the sign signifier and the signified the creation of the duality of the speech, how has the tradition of speech begun? The dimension is the context 'ki amar parichay ma' The contradiction in the pronunciation of the human soul is the blood-curdling appeal of the scale of the word. The contradiction of the interpretation of the word is also the result of a hundred thousand answers, words have no any final

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

or absolute meaning The appeal of the words conoted through the econtradiction of the abhidha, lakshana and bynjana. The words don't denote the cent percent meaning - the text analysis dismantaling theory of the deconstruction and post structuralism discovered this significance. The homeless pain of the postindependence era revealed again and again throgh the significant woven. This dichotomy wovened in the poem 'Brishtidhara' as self-realisation where the outer self and the inner self meet the contradictory journey and enjoy the great philosophical rasa to conote to be slowly. Poet Shankha ghosh is the translator of the diverse foreign poem and drama. The novel transposed head of Thomas Maan was adapted to the Girish kornad's 'Haybadana' play and that play was again adapted to the Haybadan a horse headed pala natak the most indegenious play form of bengal. The conflict of heart and brain, feelings and intellect with the conflict of the crisis of the self-acquittance, a journey from the pain of the incomplete being towards the everymomental complete becoming and this weaving of dychotomyconotes the dialouge. The realisation joy of this dialogical bliss is the goal of this research.

The idea that language is an organization was rooted in the structuralist theory of the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. But in the 1960s, scholars of post-structuralism, some called it organization and post-organization, some called it structuralism and post-structuralism, have been exploring the depths of this theory in various ways: that post-organization Comperative literature says - 'comperative study goes beyond the every closed structural catasphore'. Similarly, the free movement of poet Shankha Ghosh is significant as it is depicted in a larger context, along with the mental, cultural and folk experiences of the country. The day before writing this extract, I heard that a girl from the caste hindu was being asked for a short certificate of caste marginality. Where will she get that certificate from? How can some small self-identity, in the pursuit of the pain of becoming complete every day, floating in the corrosive sream like time, be depicted in the vow of greater welfare: We understand the warmth of the multitude that Shankha Ghosh is called the friend of the suffering society in the philosophical light of his poetry. conflict is the soul of the Drama. that conflict forward throgh the dialogic journey and the pain of the conflict between the imposed part of Bighneshwar's hasti-mastak and the conflict beteen Given/ original, the imposed or expanded.

Exploring the textually and intertexuality of philosophical, cultural,societal salvation of swarupya, salokya, sajujya, sarshti, sameepya, we may utter – 'amake je sahaje bojhale pranam tomake brishtidhara. The journey of the philosophy began through the query of the self-identity and self-realisation. The uplifting of the internal and external structure of the language and connecting to the belief of greater penance from the crisis of the segment identical catasphore, we are committed to search and explore that significant dimension.

Discussion

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে আজ আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী ভাষার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কাঠামো প্রসঙ্গে আলোচনায় অনুবাদ সাহিত্যের পর্যবেক্ষণে বিশেষপাঠ হিসেবে বেছে নিয়েছি কবি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ কবিতা ও 'ঘোড়ামুখো পালা' নাটকটি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিসন্দর্ভের প্রশ্ন :

১. যথালব্ধ শব্দ, অর্থ আর আরোপিত এবং সম্প্রসারিতের দ্বন্দ্ব কি দ্বিসংবাদিক যাত্রায় অন্বিত হতে পারে?

২. স্বাধীনতা পরবর্তী ভাষা সাহিত্যে মুক্ত পাঠের অনুসন্ধানে যে সমস্যা উঠে এসেছে প্রধানতঃ সমাজ সংবিদে মুক্তির স্বপ্ন অভিসারে সে বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য :

১.১. স্বাধীনতা পরবর্তী ভাষার অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত কাঠামোর পর্যালোচনা।

১.২. অনুবাদ তত্ত্বের আলোয় কবি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনা, সাংকেতিক গ্রন্থনায় তাঁর রচনার বয়ন অন্তর্বয়নের পুনঃপাঠ।

১. স্বাধীনতা পরবর্তী ভাষার অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত কাঠামোর পর্যালোচনা

ভাষার উৎস ও গোমুখ : এই অধ্যায়ের এই অংশে ফার্দিনান দ্য সোস্যুরের বর্ণানাত্মক ভাষা বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান নিয়ে কিছু আলোকপাতের প্রচেষ্টা করছি। আমরা জানি যে দ্য সোস্যুরের বিখ্যাত লাঙ আর পেরোল অর্থাৎ সামূহিক বাচন আর একক বাচনের উদ্ভাবনের সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত ভাষা আলোচনার বর্ণানাত্মক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি একটি অন্যতম অবদান। তাঁর তিরোভাবের পর তাঁর শিষ্যগণ তাঁর কিছু বক্তৃতার সংগ্রহ The course of general linguistic নিয়ে যে গ্রন্থটি ১৯১৬তে প্রকাশ করে, ভাষা বিজ্ঞান সাহিত্যে তার অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার ও শব্দের প্রথাগত রূপ একটি নির্দিষ্ট সময় অথবা অঞ্চল বিশেষের রূপের আলোচনা সিংক্রোনিক বা বর্ণাত্মক পদ্ধতিতে পাই কিন্তু ঐতিহাসিক বা ডায়াক্রনিক পদ্ধতিতে তার বিবর্তিত রূপটি পাই। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী ভাষার অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত রূপটির পর্যালোচনার প্রয়োজনে এর বিবর্তনকে অনুধাবন করতে হলে দুটি পদ্ধতিরই আবশ্যকতা রয়েছে।

ভাষার অন্তর্গত কাঠামো বলতে -

(ক) ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিমতত্ত্ব (Phonetics & Phonology)

(খ) রূপতত্ত্ব (Morphology)

(গ) বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

আবার ভাষার বরিকৃত কাঠামো বলতে -

(ক) সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics)

(খ) মনো ভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics)

(গ) নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান (Anthropological linguistics)

(ঘ) প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান (Applied linguistic)

ভাষা যেমন সংগঠিত হয় তার বৈয়াকরণিক সংগঠণ, তার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং এই প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ক্রমান্বয়ে ঠিক তেমনি সমাজ সংবিদ, মনোভাষাবৈজ্ঞানিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ভাষা বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াতেও।

মনোভাষাবিজ্ঞান যে স্নায়ুবিক কোষের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় ভাষার গড়ে ওঠা এবং প্রায়েগিক কৌশলকে ধরতে চেয়েছে তেমনি সমাজ ভাষাবিজ্ঞান সমাজ সংবিদের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগে ভাষার গড়ে ওঠা এবং বিবর্তনকে গবেষণায় ধরতে চেয়েছে। শিশু অন্যের ভাষাকে অনুকরণ করে। অনুকরণের মধ্য দিয়েই তার নিজস্ব ভাষা গঠিত হয় ধীরে। মনোভাষাবিজ্ঞানের এই তত্ত্বের নিরিখে আমরা দেখি যে সাহিত্যের কবিতার ভাষা অনুকরণ এর মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের সন্ধান করছে। উপমার প্রয়োগে যে অনুকরণ আর অনুসরণ সেই ধারাতেই সৌন্দর্যের অন্তহীন উপাসনা। রোল্যাঁবার্ত বলেছেন সৌন্দর্যের এই নিশব্দচারী অভিসারের কথা। কীসের মতো সুন্দর? শুক্রের মতো। শুক্র কীসের মতো সুন্দর? তখনই নিরুত্তর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। নির্মাণ আর সৃষ্টির এই ভাষা প্রক্রিয়াকে আরো নিবিড়ভাবে বুঝি জীবনানন্দ পরবর্তী কাব্যভাষায় বিপুল বিবর্তনের গ্রন্থনাকে অনুভব করে। অনুবাদ তত্ত্ব বলে যে প্রতিটি সংযোগই একেকটি অনুবাদ। অনুবাদ একটি ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষাকে, একটি সংস্কৃতি ও একটি সময় পরিসরের সঙ্গে অন্য সময় পরিসরকে যুক্ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করে। জীবনানন্দ পরবর্তী কাব্যভাষায় যে বিপুল বিবর্তনের সংকেতের গ্রন্থণাকে আমরা চিহ্নতত্ত্বের আলোকে দেখতে চাই সেখানে সংযোগ এর মধ্য দিয়েই দ্যোতনা তৈরি হতে দেখি। শব্দের নতুন সৃষ্টির দ্যোতনা শব্দবন্ধের সার্থক যুগলবন্দির মধ্য দিয়েই দ্যুতি ছড়িয়েছে ধীরে। ভাষা যে পাঁচটি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেই ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব এবং প্রাগমেটিক্স বা প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান এবং ভাষার এই আপাত অন্তিম খুঁটিটি ভাষার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনার হওয়া আর হয়ে ওঠাকে ব্যাখ্যা করে। ভাষা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থ তত্ত্ব এবং এই চারটি খুঁটিই সময় এবং পরিসর সংশ্লিষ্ট ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে দ্যোতিত হয়। এখানেই স্যোসুরীয় লাঙ (সামূহিক বাচন) আর পেরোল (একক বাচনের) এর ধারণা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রূপতত্ত্বকে জীববিজ্ঞান মানব আকৃতির প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছে। শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োগের কৌশলেই অনেক সময়ই রূপতত্ত্বে পরিবর্তন আসে। যাইতেছ - যাচ্ছে। ঠিক তেমনি ধ্বনিতত্ত্বের পরিবর্তনেও বাকযন্ত্রের শৈথিল্য ইত্যাদির সঙ্গে সমাজ সংবিদও জড়িত। উইলিয়াম ল্যাবভ তাঁর গবেষণায় মার্থাস ভিনিয়ার্ড দ্বীপের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বরবর্ণের পরিবর্তনের কথা তাঁর Sociolinguistic Patterns নামক গ্রন্থের The Social Motivation of a Sound Change নামক অধ্যায়ে দেখিয়েছেন। পৃথিবীর এমন কিছু ভাষা আছে যেখানে ব্যাকরণের এমন কোনে শৃঙ্খলার বন্ধন এর চেয়ে সুরারোপ মুখ্য। যেমন ম্যাণ্ডারিণ ভাষা/ চীনাভাষা, ভিয়েতনামী, থাই, ইয়োরুবা ইত্যাদি এবং ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে মণিপুরী ভাষার কথা বলতে পারি। উচ্চারণেরও সুরের তারতম্যে সেখানে ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। কবিতায়ও স্বরভঙ্গির আড়ালেই মনোভঙ্গি প্রচ্ছন্ন থাকে। জীবনানন্দে যেমন দেখি কী এতো কথা তাহার সাথে/ তার সাথে? তে শুধু তৎসম তদ্ভবের ব্যতিক্রম নয় উচ্চারণেও রয়েছে ব্যতিক্রমী স্বরভঙ্গীর আড়ালে ব্যতিক্রমী মনোভঙ্গি। এই প্রয়োগকৌশলের নিরিখে লক্ষ করি একই সময়ের অধিবাসী হয়েও উপস্থাপনার কৌশলে এক কবি থেকে অন্য কবির সৃষ্টি, স্বতন্ত্র প্রতিভার দ্যুতিতে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতের মুক্তসঞ্চরণের আনন্দ বিস্তার করে ধীরে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভাষার বহির্ভূত ও অন্তর্ভূত কাঠামোর আলোচনায় শুধু বিদেশি শব্দের সংযোজন নয়, শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধি নয়, প্রাকস্বাধীনতা হতে স্বাধীনতা পরবর্তী মুখার্জী ব্যানার্জী শব্দগুলোতে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপনিবেশিকরণই নয়, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্বের সঙ্গে মনোভাষা বৈজ্ঞানিক ও সমাজভাষা বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতেও বিপুল পরিবর্তন লক্ষণীয়। বারবিণতাদের সাহিত্যে প্রবেশের সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গী হয়ে ভাষার কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। কবি শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'র আকাঙ্ক্ষার 'ঝড়' কবিতার কয়েকটি বাক্য লক্ষ করি -

> "চাঁদের মতো বিবর্ণ
> শাদা পাণ্ডুর মুখ
> প্রকাণ্ড আকাশের নিচে
> আবার মাটির ঢেউয়ের মতো স্তন" (... ঘোষ, পৃ. ১৫)

কিংবা মেঘের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গুঁড়িগুঁড়ি চুল - গুড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সাদৃশ্যে গুঁড়িগুঁড়ি চুল সংকেতের অভূতপূর্ব এই গ্রন্থনায় স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজের ভাষা সংবিদে কবিতা মাটির নতুন অর্থ সন্ধানে আশাহত জীবনে প্রত্যাশার সৃষ্টিবীজ হতে অঙ্কুরোদগমের প্রত্যাশায় শব্দবন্ধের নবীন উপস্থাপনায় মুক্তিকামী অভিযাত্রার বয়ণ রচনা করে। 'যমুনাবতী'র 'কবর' এ ধধিচী আর ধ্রুবের উল্লেখের অন্তর্বয়ণ বাক্যগঠণে পূর্বাগত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে নতুন পথপরিক্রমায় প্রতিবাদের নিঃশব্দ সঞ্চরণকে শেখায় ধীরে।

ভাষাকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোছানোর প্রয়াসকে বিকশিত হতে দেখি স্যোসুর, লেভিস্ট্রস এর নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সংগঠনবাদ কথাটি প্রাসঙ্গিক স্যোসুর এবং জেকবসন এর সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে, লেভিস্ট্রস এর সাংগঠনিক নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে এবং সাংগঠণিক চিহ্নাতাত্ত্বিক গ্রেইমাস এবং রোল্যাঁবার্ত এর দৃষ্টিকোণ থেকে।

সমালোচনার ক্ষেতে উদ্ভাবনী মননে সমালোচককে আবিষ্কারকের ভূমিকা নিতে হয় বলে গবেষণার ফাঁক সন্ধানে সমালোচক অভিযাত্রীর ভূমিকা নেন কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোঁল্যাবার্ত তাঁর রচনা 'Criticism as language' যা ১৯৬৩তে প্রকাশিত 'The Times Literary Supplement' নামক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে বলেছেন যে সমালোচনা মানে যা পূর্বের সমালোচনায় চোখে পড়েনি এমন কোনো সত্যের আবিষ্কার নয়, বরং মনোযোগী হওয়া ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খাপখাওয়ানোর প্রচেষ্টা দুটি অস্তিত্বের সঙ্গে (১) শিল্পীর ভাষা এবং (২) সমালোচকের ভাষা। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বার্ত বার বার 'work' কথা বলেছেন Text। বলেননি। work পর্যন্ত ভাষার খাপ খাওয়ানোর প্রসঙ্গ কিন্তু text পর্যন্ত অভিযাত্রায় আবিষ্কারকের যাত্রা বুঝি অনিবার্য। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। অনুবাদ বা translation মানে এক ভাষার সঙ্গে আরেকভাষার মূলপাঠের সঙ্গে লক্ষ্যপাঠের ভাষার খাপখাওয়ানো কিন্তু অনুসৃজনের ক্ষেত্রে সৃষ্টিরহস্যের প্রাণানন্দে অনুবাদক নতুন সৃষ্টিতে আদি লেখক বা মূল লেখককে নতুনভাবে সৃষ্টি করেন, সম্প্রসারিত করেন। SHAW এর কথা উদ্ধৃত করে বলতে পারি - 'An original writer is one who sheds of his ancestral rob in a particular moment' এই Particular Moment কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ উক্ত রচনায় বার্ত বলেছন validity টাই জরুরি। এই যথার্থ সময় সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন সত্য মিথ্যা বলে পুনঃপাঠ এ কিছু হয় না। যথার্থ এবং অযথার্থ। কাল সমালোচনায় যা সত্য ছিলো আজকের দৃষ্টিকোণে তা রক্ষণশীল চিন্তা বলে ঔদাসীন্যে আড়ালে চলে যেতে পারে। ভাষা সংস্কৃতির সঞ্চরমানতার তাৎপর্যে রোল্যাবার্তের এই চিন্তা-মনন ঋদ্ধ বলে আমরা অভিসন্দর্ভের পরবর্তী পর্যায়ে যাত্রার সূচনা করছি।

অনুবাদ তত্ত্বের আলোয় কবি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনা, সাংকেতিক গ্রন্থনায় তাঁর রচনায় বয়ন অন্তর্বয়ণের পুনঃপাঠ: অনুবাদ এর অনুকথায় একটি অনুসরণ এবং অনুকরণ এর ব্যাপার আছে। অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ একটি সংগঠনের পরবর্তী সংগঠন হচ্ছে অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ যেমন ভাষার অনুধাবণে অন্য ভাষায় ভাষান্তর ঠিক তেমনি অনুসৃজন হল ভাবের অনুবাদ এ নতুন সৃষ্টিচেতনার আলো গড়িয়ে পড়া ভাষা কাঠামোর স্বরলিপির বাঁধন হতে বাঁধন অতিক্রমী মীড় গমকে।

আজ আমাদের অভিসন্দর্ভের আলোচিতব্য বিষয় হল কবি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্য। বিশেষ পাঠ হিসেবে বেছে নিয়েছি তাঁর অনুবাদ কবিতা এবং নাটক হয়বদন ঘোড়ামুখো পালা। অনুবাদ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ মনোযোগী আমরা আলোচ্য সন্দর্ভে তাঁর ১৯৬২ সালে অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এবং 'বহুল দেবতা বহুস্বর' কাব্যগ্রন্থটি যা ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য এবং তাঁর অনুবাদ নাটক 'হয়বদন'। তুলনা হিসেবে 'তালেদণ্ড'র বঙ্গানুবাদ রক্তকল্যাণ ও ব্রেখটের নাটক, আমাদের আলোচনার পরিসরে গৃহীত হবে।

অনুবাদ তত্ত্বের প্রধান ছটি পদ্ধতিগত অভিমুখ - (১) ভাষাতাত্ত্বিক অভিমুখ, সাহিত্যিক অভিমুখ, (৩) সংযোগাত্মক অভিমুখ, (৪) সমাজভাষাতাত্ত্বিক অভিমুখ, (৫) তাৎপর্য তাত্ত্বিক অভিমুখ, (৬) চিহ্নাতাত্ত্বিক অভিমুখ। ভাষাতাত্ত্বিক অভিমুখের আলোচনাতে কিছুটা আলোকপাতের প্রচেষ্টা আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হয়েছে এবং সমাজভাষাবিজ্ঞান ও কীভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংবিদের সঞ্চারমানতায় মূলপাঠ ও লক্ষ্যপাঠে উৎস হতে অববাহিকার যাত্রাকে অব্যাহত রাখে তার উল্লেখে আমরা এই অধ্যায়ে এগিয়ে এসেছি। এবার এই অধ্যায়ে আমরা অনুবাদতত্ত্বের তাৎপর্যতাত্ত্বিক ও চিহ্নতাত্ত্বিক অভিমুখী আলোচনায় কবি প্রাবন্ধিক অনুবাদক নাট্যকার শঙ্খ ঘোষের অনুবাদসাহিত্যের পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করবো।

অনুবাদতত্ত্বের তাৎপর্যতাত্ত্বিক অভিমুখী আলোচনা বলে যে প্রতিটি সংযোগই এককটি অনুবাদ এবং প্রতিটি অনুবাদই একেকটি সংযোগ। অর্থাৎ একজন অনুবাদক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি, জীবনের প্রতিটি পরিচয়ের, ঘটনার সংযোগেই অনুবাদ কর্মের উৎসপাঠকে বেছে নেন। বিদ্যাসাগর মশাই এর অনুবাদকর্ম সম্পর্কে যেমন বলতে পারি যে তাঁর জীবনের কোমলমতী দুখীনী মহিলাগণের সঙ্গে সংযোগই তাঁকে 'শকুন্তলা' এবং সীতার বনবাসের মতো অনুবাদকর্মে যুক্ত করেছিল ঠিক তেমনি কবি শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কেও আমরা বলতে পারি যে নীরবতার আলোয় শব্দ ভেঙে প্রভাতের সূচনায় তিনি উৎসপাঠ বেছে নিয়েছেন দুখী সমাজের বন্ধু হয়ে প্রতিবাদের নিঃশব্দের তর্জনী তুলে ধরতে।

কবি শঙ্খ ঘোষের ইতালী, জার্মানী ইত্যাদি কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তাঁর ইংরেজি কবিতার বিখ্যাত অনুবাদটি নিয়েই প্রথমে আমরা আগুয়ান হই। টি. এস. এলিয়টের দ্য ড্রাই স্যালভাজেস অন্তর্ভুক্ত চারটি বিভাগীয় অথবা ফোর কোয়ার্টেট নিয়ে আলোচনার পুনঃপাঠ শুরু হোক। রবীন্দ্র অনুরাগী শঙ্খ ঘোষ রাবীন্দ্রিক মূল্যবোধে এই ফোর কোয়ার্ট্রেট নিয়ে লেখায় হাত দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সাঙ্গীতিক সম্পূর্ণতার কথা বলেছেন সাঙ্গীতিক স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগেরই মতো সাঙ্গীতিক মূর্ছনার ফোর কোয়াটেটকে অনুবাদে সাঙ্গীতিক সম্পূর্ণতাকে ভাষায় ধারার দ্বিরালাপিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাব্যিক প্রচেষ্টাকে আমরা পুনঃপাঠের প্রচেষ্টা করবো। চারটি ধারার প্রথম হল বার্ন্ড নরটন, ইষ্ট ককার, দ্য ড্রাই স্যালেভেজেস এবং লিটল গাহিডং।

ফোর কোয়ার্ট্রেট এর প্রথম বিভাগে এলিয়ট লিখেছেন -

> "I do not know much about gods, but
> I think that the river
> Is a strong brown god." (...Eliot, p. 11/24)

দেবতার কথা আমি জানি না বিশেষ। শুধু মনে হয় এই নদী এক সমর্থ ধুমল দেব।

এলিয়টের বাদামী তাঁর হাতে হয়েছে ধূমল। যা তার কাল স্থির রাখে আক্রোশে ঠিক স্থির রাখে স্মৃতি সেই নির্বিকারকে শঙ্খ এঁকেছেন ধূসর রঙে।

মনে পড়ে তাঁর শূণ্যের ভিতরে ঢেউ কবিতাটি – 'দীর্ঘ চরাচর'।

তার চেয়ে আর কোনো দীর্ঘতর যবনিকা নেই। জীবনের সমগ্রতাকে ছুঁয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা পাস্পরিক বিরোধী অংশের সঙ্গে পার্থক্য আর সমান্তরালতার দ্বিসংবাদিক বয়নে। তাঁর অনুবাদ কবিতা 'বহির্জীবনের গাথা'তে দেখি - তথাপি সে তো বেশি বলে যে বলে 'বিদায়', চুপ করো শব্দহীন হও বলা কবির কাছে এমন লিখনই প্রত্যাশিত। যিনি শব্দ দিয়ে যেমন নীরবতাকে ছুঁতে চান ঠিক তেমনি নীরবতা দিয়ে শব্দের আপাত অর্থকে পেরিয়ে যেতে চান যেতে চান শূণ্যের ভেতরের এতো ঢেউকে ঢেউয়ের তাড়নাকে অস্তিত্বে শুষে নিতে। রবীন্দ্রকাব্যে যে নদীতে সোনার তরী নশ্বর অবিনশ্বরের দ্বিসংবাদে জীবনের পরা অর্থকে বুঝিয়ে দেয় ঠিক তেমনি ফোর কোয়ার্ট্রেটও তেমনি জীবন মৃত্যু প্রেম প্রকৃতির বহুস্বরিক দ্যোতনাকে সময় শিল্পের তুলিকায় আঁকে রসানুভূতির রঙে। সেই রসানুভূতির রঙ শঙ্খের হাতে যখন সময়ের শঙ্খনিনাদে গুরু গুরু বাজে, পরিসরের ক্যানভাসে যাখন বহির্ভারত হয়ে যায় গোলপার্ক এবং অনুভব আর স্থান যখন বিনিময়ী সঞ্চরণমানতায় স্থানবদল করে অখন বুঝি কেন রোল্যাঁবার্ত লক্ষ পাঠকে বলেছেন Metataxt বা পরাসন্দর্ভ বা পরাপাঠ।

এই কবিতাতেই 'বহুল দেবতা বহুস্বর' বাক্যটি পাই। জীবনের অনেকার্থদ্যোতক বহুস্বর আর জীবনের দোসর text এবং বহুস্বরিক অনেকার্থ দ্যোতনার তাৎপর্য এই বাক্যে দ্যোতিত। সমুদ্রে নদীর বহুমাত্রিক স্বরায়ণকে জীবনের অনেকার্থের দ্বিরালাপিক মূর্ছনায় মিলিয়েছেন। এই সমুদ্রের তাৎপর্য প্রাসঙ্গিক বহুভাষার বহুকবির অনুভূতি তরঙ্গের দ্যোতনাকে কবিত্বে ছোঁয়ার প্রচেষ্টার দ্বিসংবাদিক অভিপ্রয়াণে। ব্যক্তিগত চেতনায় এভাবে মিশে যায় ভিনদেশী ভিনভাষী কবি অস্তিত্বের যৌথ নিশ্চেতনার মূর্ছনা। বহুল দেবতা বহু স্বর গ্রন্থের সূচনাতে দেখি এমন ভাবনার পুনঃমনন।

> "অনুবাদ প্রসঙ্গে ভালেরি বলেছিলেন একটা 'approximation of form'-এর কথা। অনুবাদ্য কবিতার মূল নিশ্বাসের কাছে পৌঁছবার জন্য অনুবাদের ছন্দে শব্দে আনতে হয় তেমনি একটা তুল্য রীতিমাত্র। একটা approximation, সৃষ্টির স্বাধীনতা নেওয়া যায় সেই পর্যন্ত শুধু। আমি অন্তত আমার বোধবুদ্ধিমতো অনুগতই থাকতে চেয়েছি মূল লেখাগুলির কাছে, ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে, অনুবাদের সময় মনে রাখতে চেয়েছি তাদের অভিজ্ঞতা আর প্রত্যাশার পরিধি। কবিতাগুলি যদি বাংলায় কিছুমাত্র কবিতার মতো না শোনায়, তদগত হবার আপ্রাণ চেষ্টায় যদি আড়ষ্ট তাই শুধু থেকে যায় লেখায়, তাহলে অনুবাদ করবার আর মানে থাকে না বড়ো। নিজের ভাষার কবিতা হিসেবে পাঠযোগ্য আর স্ফূরণময় হয়ে ওঠাকেই অনুবাদ-কবিতার প্রধান সার্থকতা, আর সেই কাজে এটা হতেই পারে যে মূল কবির সঙ্গে এখানে মিশে থাকে অনুবাদকেরও সত্তা। এই অর্থে, কবিতার বিশুদ্ধ তদগত অনুবাদ শেষ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস হয় না।" (...ঘোষ, পৃ. ৪)

স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবনের অস্তিত্বসংকট, বেকার সমস্যা, খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে তাঁর নিঃশব্দ তর্জনী চিরদিন অন্তর্বয়ণে বিকল্প স্বরায়ণের সন্ধান করেছে ক্ষমতাতন্ত্রের অমানবিক ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে। ভাষায় সেই বিকল্প স্বরায়ণকে চিহ্নায়ণ প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক আলোয় অনুসন্ধানে আমরা অনুবাদের চিহ্নাতাত্ত্বিক অভিমুখকে ছুঁয়ে যাই। সমাজের বহুমাত্রিক বিভাজন, নিপীড়নকে ইতিহাসের মহাসন্দর্ভ থেকে খুলে নিয়ে মহাসন্দর্ভের ভেঙে ফেলায় কাজে লাগিয়েছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইতিহাসের বিকল্প পাঠ ইতিহাসের সমালোচনা তত্ত্ব জন্ম নিয়েছে। এমনি অস্তিত্ব সংকটের নাট্যবীজ তিনি খুঁজে পেয়েছেন কথা সরিৎসাগর অবলম্বনে রচিত থমাস মানের Transposed head উপন্যাসের অনুবাদ গিরীশ কর্ণাডের 'হয়বদন' - এ। এর বঙ্গানুবাদ করলেন। সৃষ্টি হলো ঘোড়ামুখো পালা। দক্ষিণ ভারতীয় নাটক হয়ে উঠল বাংলার একান্ত পালা নাটক। যেখানে নায়িকা পদ্মাবতীর সঙ্গে দুজন নায়ক দেবদত্ত এবং কপিলার উপস্থাপনায় নাটকের দ্বান্দ্বিক স্বরায়ণ আবর্তিত। একজন জ্ঞানী আরেকজন বলশালী। ব্রাহ্মণের জ্ঞান এবং ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ও দৈহিক বলের অন্বয়ে পরিপূর্ণতার অনুসন্ধানের সঙ্গে অস্তিত্ব সংকটের নাট্যবীজ দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তিতে নাটককে গতিদান করেছে। নাটকের মাঝখানে একজন ঘোড়ামুখো মানুষের প্রবেশ সেই দ্বন্দ্বকে আরো তাৎপর্যবহ করে তোলো। যাঁর মা কর্ণাটকি এবং তাঁর মা রাজপুত্রকে বিয়ে না করে তাঁর ঘোড়াটিকে বিয়ে করে। গতি আর যৌবন এর মননকে শঙ্খ ঘোষ আকাঙ্ক্ষা করলেন বলেই হয়বদনকে বেছে নিলেন। যে যৌবনকে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রাক মুক্তির দশকে অবদমিত করার চেষ্টা হচ্ছিল ঘোড়ামুখো মানুষের অনুবাদে সেই যৌবন প্রাধান্য পেল। উদ্বাস্তু সমস্যাকে নিজের যন্ত্রণার লীলাচ্ছন্দে মিলিয়ে বার বার উচ্চারিত হয়েছে 'কী আমার পরিচয় মা' উচ্চারণ। ঘোড়ামুখো মানুষটিও প্রতিদিন পরিপূর্ণ হতে চাইছে। সে এই অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্তি চাইছে যে মুক্তি সন্দেহভাজন নাগরিকের, যে সংকট আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বক্লিষ্ট প্রতিটি মানবাত্মার। গিরিশ কার্ণাড দেখিয়েছেন, যে বিঘ্নেশ্বর স্বয়ং হস্তীমস্তক যুক্ত, বিঘ্নকে সঙ্গে করেই বিঘ্ন পেরিয়ে যাওয়ার পরম অস্তিত্ব তিনি। ঐতিহ্য বলছে যে গণেশঠাকুর তাঁর মাতা পার্বতীর সৃষ্টি। তাই তিনি পিতৃপরিচয় অবগত নন। পিতা দণ্ডদাতা হয়ে গণেশকে পুনঃসৃষ্টি করলেন পিতৃ পরিচয়ের নিশান হিসেবে যুক্ত হল হস্তীমস্তক। মাতা যদি ভক্তি সমর্পণ আর প্রেমের দ্যোতক হয়ে থাকেন পিতা জ্ঞান, ঐতিহ্য আর বুদ্ধির দ্যোতক। মাতা যদি মন হয়ে থাকেন পিতা বিবেক এবং বিবেচনা ও আত্মার দ্যোতক। যে ভক্তি সমর্পণ তাঁকে পিতাকেও চিনতে দেয়নি, পিতৃহস্তে হস্তীমস্তক স্থাপন সেই পরিচয় সংযুক্ত করলো, শেষ নয় সংযোগ, যুক্ত হওয়াতেই সম্পূর্ণতার সন্ধান।

বর্ণবাদ বিরোধি টেকস্ট এর বিন্যাস বার বার কবি শঙ্খ ঘোষের স্বরন্যাসে মুক্তির সন্ধান করেছে। স্বাধীনতার অনেক পরে রচিত গিরীশ কর্ণার্ডের 'তালেদণ্ড' অবলম্বনে রচিত 'রক্তকল্যাণ' নাটকেও বর্ণবাদী সমাজের ক্ষমতায়ণের বিরুদ্ধে দ্বাদশ শতাব্দীর 'কল্যাণ' নগরীর সামাজিক আন্দোলনের নাট্যবীজ অবলম্বনে রচিত তালেদণ্ড নাটকের বঙ্গানুবাদ 'রক্তকল্যাণ' নাটক বাংলায় রচিত হয় শঙ্খ ঘোষের হাতে। স্বাধীনতার অনেক পরে হলেও তাঁর রচনার স্বরায়ণকে দৃষ্টিনন্দনে উদ্ভাসিত করতে ধারাবাহিকতাকে অনুধাবণের প্রচেষ্টায় রক্তকল্যাণের উল্লেখ করলাম আমরা।

আমাদের ঐতিহ্যে আমরা ঘুরে ফিরে এই মাথা কাটাকে লক্ষ্য করে অনুবাদের গ্রহণ বর্জন পরিমার্জনকেও লক্ষ করি। যদিও মূল রামায়ণে শম্বুকের রামচন্দ্র কর্তৃক শিরোচ্ছেদের কোনো বয়ণ নেই, উত্তর রামায়ণে এই ঘটনা সংযোজিত তাই অনেকেই এই ঘটনাটি প্রক্ষিপ্ত বলেন। কিন্তু শম্বুক আমরা জানি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উটপাখির মতো বিপদ দেখলে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। রামচন্দ্র তাঁর মাথা কেটে তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতার মুক্তির স্বরূপকে নিরাকৃত করলেন। হয়বদন এও দেখি দেবদত্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছিল বিবাহ পরবর্তী জীবনে। শম্বুক শব্দে শ্লথগতির পরিচয়ও লুক্কায়িত। তাই এই শিরোচ্ছেদ প্রকৃত অর্থে কোনো মাথা কাটার বদলে প্রতীকী ব্যঞ্জনা মনে হয়। ঘোড়ার গতির সঙ্গে শম্বুকের গতিহীনতা তাৎপর্যবহ। আর প্রকৃত মুক্তি আত্মমুক্তিতে নয় বহুর মুক্তিতে। মুক্তিপথে বহুর সম্পৃক্তকরণে। ধ্বংস করে দাও আমায় ঈশ্বর/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক- উচ্চারণ শুধু নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদী কণ্ঠ নয় ঐতিহ্যের অনুস্মৃতিতে উত্তর প্রজন্মের উত্তরায়ণমনস্ক মুক্তির উত্তরণও। কেবল উত্তর প্রজন্মের ক্ষতিকারকদের বিরুদ্ধে স্বরায়ণেই নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়ার নিরব প্রতিবাদ নয় উত্তর প্রজন্মের সত্তায় ঐতিহ্য হয়ে মিশে থাকারও আততিও যেন প্রকাশিত। কবি শঙ্খ ঘোষ কবিতা নাটকের সঙ্গে অসংখ্য নাটকের গানেরও অনুবাদ করেছেন কিন্তু তিনি 'হয়বদনে'র শুরুতে অনুবাদ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, -

> "অর্থাৎ, নাটকটি যেমনই হোক, অনুবাদ আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে রচনাটি পড়বার পর, প্রায় নেশাচ্ছন্ন দুদিনে এর অনুবাদ যে সম্ভব হল সেদিন, বন্ধুর দাবিটাই তার একমাত্র কারণ নয়। কন্নড় থেকে ইংরেজি করেছেন নাট্যকার নিজেই, কাজেই সেই ইংরেজি থেকে মূলের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> অভিপ্রেত স্বাদ নিশ্চয় মিলবে অনেকটা। সেই স্বাদে, যা আমাকে তীব্র আকর্ষণ করল তা এর ভাষাগত স্তর পরম্পরা। মনে হলে অনুবাদের চমৎকার একটা চ্যালেঞ্জ আর আনন্দ আছে এইরকম কোনো-একটি রচনায়, যেখানে রঙ্গ থেকে প্রাত্যহিকতায় আর প্রাত্যহিকতা থেকে কাব্যময়তায় অবিরাম যাওয়া-আসা করছে ভাষা, অবলীলায়। মধ্যবর্তী কোনো-কোনো জায়গা জুড়ে কেবল কবিতা আর গান আছে বলেই যে কাব্যময়তা বলছি তা নয়, সংলাপের ভাষাই কখনো-কখনো উঠে আসছে এই কবিতার স্বরে। ব্যক্তিগতভাবে, প্রত্যক্ষ পদ্যাংশ বা গীতাংশের চেয়ে, ওই অন্তচ্ছন্দোময় সংলাপের দিকেই আমার পক্ষপাত এল বেশি।" (...ঘোষ, পৃ. ৭)

এজরা পাউণ্ড তাঁর 'How to read' নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করেছে কীভাবে একটি ভাষাকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়, তিনি সে উপায়গুলি বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের কথা বলেছেন। সে উপায় হল মেলোপোসিয়া (সঙ্গীতধর্মী বৈশিষ্ট্য), ফ্যানোপোইয়া (দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য) এবং লোগোপোইয়া (একটি জটিল ভাব প্রকাশ)। নাটক যেহেতু পরিবেশন শিল্প তাই মঞ্চস্থ হওয়াতেই তার সফলতা এমন ধারণা আমাদের থাকলেও আমাদের বলতে হয় যে শুধু মঞ্চস্থ হওয়া আর পরিবেশনই নয় নাটককে Between the line পড়তে হয়। কীভাবে অন্তকৃত জটিলতা প্রকাশ পেল লক্ষ্য পাঠে পরাবয়ণের কৌশলে সেও লক্ষণীয়। আর মেলোপোসিয়ার যে কথা এজরা পাউণ্ডের অনুবাদ তত্ত্ব সম্পর্কে জানলাম তাতে অন্তস্থোন্দ্যমনতার পরাপাঠকে অনুবাদ তত্ত্বের সাঙ্গীতিক ধর্মের আলোয় যেন গানে গানে অনুভব করলাম।

> "ভাষার কথা ছাড়াও অনুবাদটি কাজে ভিন্ন এক আকর্ষণ ছিল আমার। সে-আকর্ষণ এর নাট্যবিষয়। বাংলায় যে 'অন্য থিয়েটার' গড়ে উঠেছে গত কয়েক দশক জুড়ে, তার দুই প্রধান অবলম্বন হল দেশবিদেশের ক্লাসিকস্ আর রাজনৈতিক লেখা। দুয়েরই প্রয়োজন খুব স্পষ্ট, কিন্তু বিপদ এই যে সংকীর্ণ একটা পরিচিত ছকের মধ্যে বাঁধা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায় এতে। সমকালীন তাৎপর্যে অন্বিত করে তুলবার মরিয়া চেষ্টায় অনেক সময়ে আমরা হারিয়ে ফেলি বহমান জীবনের বিস্তার, বৈচিত্র্য, আনন্দ। একটি নাটক দেখতে যাওয়া বা পড়তে বসার আগে যদি অনুমান করে নেওয়া যায়, কী হবে এর কথাগত কাঠামো : তাহলে দেখার বা পড়ার ঔৎসুক্য আর আকর্ষণ যে অল্পে অল্পে কমে আসবেই, সে-বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ দেখি না। আমরা ভুলে যাই যে প্রতিদিনের মানবিক সম্পর্কগুলির জটিলতার মধ্যে আর সেই জট খুলে ফেলবার চেষ্টার মধ্যে জীবনের সম্পর্কগুলির জটিলতার মধ্যে আর সেই জল খুলে ফেলবার চেষ্টার মধ্যে জীবনের যে প্রকাশ, তাকে ঠিকমতো ছুঁতে পারবার সঙ্গে রাজনীতির কোনো বিরোধ নেই। আজ এটা ঘোষণা করেই বলবার সময় এসেছে যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক নাট্যকার আমাদের চেয়ে অনেক সহজে একথা বোঝেন, অনেকরকম বহুকৌণিকতার মধ্যে তাঁরা তাই দেখতে পান জীবনকে। বিজয় তেন্ডুলকর, মোহন রাকেশ বা গিরিশ কারনাডের মতো নাট্যকারদের আজ তাই অনেক অভিনিবেশ নিয়েই লক্ষ করতে হয় আমাদের, দেখতে হয় যে কোনো-না-কোনো সামাজিক চেতনার কেন্দ্র থেকে এগিয়েও কীভাবে তাঁরা লঘুগম্ভীর নানা চালে আমাদের জীবনেরই গল্প শোনান। 'হয়বদন'-এর সেই চালটাই আমাকে টানে।" (...ঘোষ, পৃ. ৮)

গিরীশ কর্ণাড একদা রবিঠাকুরের গুণকীর্তণ করেও নাট্যকার হিসেবে তাঁর দুর্বলতার কথা বলেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রভক্ত হয়েও গিরীশ কর্ণাডের নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত মন্তব্যকে ইতিবাচক মননে গ্রহণ করে নাটকের অনুবাদ এ হাত দিলেন। যেন পথপ্রদর্শকের অসম্পূর্ণ শুভকর্মকে সম্পূর্ণতা দানের মানসে নাটকের অনুবাদকর্ম হিসেবে বাঙলার সেই দুর্বলতাকে বেরিয়ে যেতেই পরপর অনুবাদ করলেন গিরীশ কর্ণাডেরই নাটক।

'হয়বদনে'র সংলাপে আমরা দেখি -

"দ। (রেগে গিয়ে) বাড়ি যাচ্ছ না কেন? ভেবেছিলাম একটু একলা কাটাব! কবিতার তুমি কী বোঝো? যাও কামারশালায় ফিরে যাও ওইটেই তোমার ঠিক জায়গা।" (...ঘোষ, পৃ. ২৩)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেন জীবনের সরু আর মোটা দুটো তারেই যে জীবনের রাগিনী বেজে ওঠে, স্থূলছাড়া সূক্ষ্ম দাঁড়াতে পারে না, এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় সে তাৎপর্য ঋদ্ধ পথেই যেন দুটি দেহেরই দুটি অঙ্গ মিশে গিয়ে এক হয়ে গেল দুটি পথের এক হয়ে যাওয়ার মতো।

শঙ্খ ঘোষ 'হয়বদন' এর 'অনুবাদ বিষয়ে' অংশে গণপতির স্তুতিতে বুড়ো আংলার বিষয়কে জুড়ে দেওয়াতে কেবল যে দেশজ একক বাচনকেই সংযুক্ত করলেন সামূহিক বাচনে তাই নয় জীবনের হওয়া, আর হয়ে ওঠার পরিক্রমাকে, আত্মদর্শণের অমোঘ অনিবার্যতাকেও দেখালেন যেন।

অভিসন্দর্ভের প্রণালী ও পদ্ধতি : যেহেতু ক্ষেত্রসমীক্ষা হয়নি শুধু বই, জার্নাল, লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদির সহযোগে অভিসন্দর্ভ রচিত যদিও একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সেও কবি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্কের অথবা তাঁর কবিতা এবং নাটক রচনাকালের কোনো তথ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে নয়। সাক্ষাৎকারটি তাঁর নাটক এর রিভ্যু হিসেবে তাই সাক্ষাৎকারটিও ২য় বা মাধ্যমিক উৎস হিসেবেই মেনে নিতে হবে। তাই পদ্ধতি হিসেবে সন্দর্ভটি গুণগত গবেষণারই অন্তর্ভূক্ত বলা যেতে পারে। আর প্রণালী হিসেবে ভাষাতত্ত্ব, অনুবাদতত্ত্ব, চিহ্নতত্ত্ব, উপনিবেশোত্তর চেতনা, উত্তর আধুনিকতাবাদ (যা একান্ত বাঙলার নিজস্ব সম্পদ) উত্তর সংগঠনবাদ, বিনির্মাণবাদ ইত্যাদি তত্ত্বের আলোয় যাত্রা অব্যাহত রেখেছি। এই অধ্যায়টি দুটি ভাগে বিন্যস্ত করছি। প্রথমভাগে সাক্ষাৎকার এবং দ্বিতীয়ভাগে সাহিত্যিক পর্যালোচনা।

বিশিষ্ট কবি প্রাবন্ধিক তাত্ত্বিক ও সমালোচক অধ্যাপক ড. তপোধীর ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার। ৭ আগস্ট, ২০২৬ (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার) : কন্নড় সাহিত্যে প্রখ্যাত নাট্যকার ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র স্রষ্টা গিরীশ কারনাড আজ থেকে পয়ষট্টি বছর আগে তাঁর বহু আলোচিত 'হয়বদন' কন্নাড় ভাষায় লিখেছিলেন। ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে প্রভূত জনপ্রিয়তার সুবাদে তা কলকাতার 'নক্ষত্র' নাট্য সংস্থার উদ্যোগে পরের বছরই বাংলায় অনূদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকর্মী শ্যামল ঘোষের অনুরোধে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৯৭৪ সালে তা বহুরূপীর নিজস্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য গ্রন্থাকারে নাটকটি প্রকাশিত হয় আরও বেশ কিছু পরে অর্থাৎ ১৩৯২ বঙ্গাব্দে।

শঙ্খ ঘোষ ভূমিকায় অনুবাদ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যা গবেষকদের কাছে বিশেষ মনোযোগ দাবি করি। তিনি নাট্যকৃতির মধ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি উপাদানের সংশ্লেষণ লক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয় যে 'হয়বদন' লিখতে গিয়ে নাট্যকার গিরিশ কারনাড প্রথিতযশা জার্মান কথাকার 'The transposed heads' এবং সংস্কৃত আখ্যান কথাসরিৎসাগরের একটি গল্পের মধ্যে আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। একদিকে বিশ শতকীয় চিন্তা এবং অন্যদিকে এগারো শতকে প্রচীন ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় আপাতভাবে অসম্ভব হলেও নাট্যকার বিস্ময়কর কৃতিত্বের সঙ্গে এর মধ্যে আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব সংকট উপস্থাপিত করেছেন। এই জন্যে লোকনাট্যের ঐতিহ্যাগত মুখোশের ব্যবহার করা হয়েছে। একদিকে বৌদ্ধিক ও অন্যদিকে শারীরিকতার দ্বন্দ্ব যে জটিলতা তৈরি করে, তার সমাধান সম্ভব কীনা, এই নিয়ে নাটকে নিরীক্ষাধর্মী প্রয়োগ করা হয়েছে। 'হয়বদনে'র প্রধান চরিত্র তিনটি কবি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী দেবদত্ত, শারীরিক শক্তির প্রতীক কপিল এবং বুদ্ধিমতী সুন্দরী পদ্মিনী। দেবদত্ত ও কপিল বন্ধু হলেও দু-জনেই পদ্মিনীকে কামনা করেছে। জটিলতার আবর্তে দেবদত্ত ও কিপল আত্মহত্যা করে। দেবী কালীর বরে তারা পুনর্জীবন লাভ করলেও পদ্মিনী ছিন্নমাথাকে ভুল শরীরের সঙ্গে জোড়া দেওয়ার ফলে দেবদত্তের মাথা যুক্ত হয় কপিলের শরীরে আর কপিলের মাথা জুড়ে যায় দেবদত্তের শরীরে।

'হয়বদন' মানে এখন একটি অস্তিত্ব যার মাথা ঘোড়ার কিন্তু শরীর মানুষের। সম্পূর্ণ মানুষ হতে চাইলেও কালীর বরে সে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ঘোড়ায় পরিণত হয়। পরিণামে দুই বন্ধুই প্রাণ হারায় এবং পদ্মিনী চিতায় আরোহণ করে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করে। তবে অলৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ এই নাটকের অন্তর্বস্তুর চেয়েও আঙ্গিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকার এতে ভাগবত, যক্ষগান, মুখোশ ও পুতুল ব্যবহার করে আধুনিক নাট্য সাহিত্যে দেশীয় সংস্কৃতির পরম্পরায় সম্পৃক্ত করেছেন। ত্রিকোণ প্রেম স্পষ্ট হলেও আমাদের বেশি লক্ষ করতে হয় কবি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ শৈলীর বৈশিষ্ট্য। ভাষান্তরিত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাট্যকৃতির যথার্থ পুনঃসৃষ্টির নিদর্শণ বলেই বাঙালি পাঠকের কাছে উৎস পাঠের সমতুল্য মৌলিক তাৎপর্য সম্পন্ন হয়ে উঠেছে এই উদ্দিষ্ট পাঠ। অর্থাৎ সার্থক অনুবাদক হিসাবে শঙ্খ ঘোষকে ভাবতে পারি দক্ষ ভাষা-দার্শনিক। আর প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের বক্তব্য অনুযায়ী শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ প্রকৃতই 'উত্তর জীবন' অর্জন করে নিয়েছে।

সাহিত্যিক পর্যালোচনা : মাধ্যমিক উৎস হিসেবে পড়া হয়েছে প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব - তপোধীর ভট্টাচার্য, সৃষ্টি ও নির্মাণ- তপোধীর ভট্টাচার্য, অনুষ্টুপ জার্নাল, অন্যলেখো জার্নাল, ত্রিসঙ্গম রেফার্ড জার্নাল ইত্যাদি। সাহিত্যিক পর্যালোচনায় প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব গ্রন্থের অনুবাদ তত্ত্ব অধ্যায়ে কবি প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন জাঁক দেরিদার মন্তব্য –

> "দেরিদার অনুবাদ-বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে এর আগে অনুবাদ-কেন্দ্রিক প্রতিবেদন কিছুতেই নিজস্ব বৃত্ত ভেঙে বেরোতে পারছিল না। অথচ পাশাপাশি সাহিত্যতত্ত্বে দেখা যাচ্ছিল বিপুল ব্যাপকতা, সূক্ষ্মতা ও গভীরতার ইঙ্গিত। অবশ্য দেরিদার সব বক্তব্যের সঙ্গে একতম হওয়ার সম্ভাবনা কম, অন্তত তাঁর উপস্থাপনা বা রূপকল্প সম্পর্কে আপত্তি উঠতে পারে। কেননা তিনি যৌনিক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, অনুবাদ-প্রক্রিয়া আসলে সতীচ্ছদ ছিন্ন করার সঙ্গে তুলনীয়, উৎস-পাঠের গভীরে অনুবাদ প্রবেশ করে উচ্ছ্বিত পুরুষাঙ্গের মতো এবং তার একান্ত গোপনকে আলোড়িত করে। স্বভাবত এই রূপকল্প অনেকের কাছে অনাবশ্যকভাবে কুরুচিকর মনে হতে পারে। যাই হোক, এখটি কথা স্পষ্ট। দেরিদার নিবন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে অনুবাদ চর্চায়ও আকরণোত্তর প্রবণতার সূচনা হয়ে গেছে। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আপাতত এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যতত্ত্বে যেমন মানিবকী বিদ্যার বিভিন্ন সীমান্ত ক্রমশ ঝাপসা ও বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তেমনি অনুবাদতত্ত্বেও একই প্রক্রিয়া জোরালো হয়ে উঠছে। নারীচেতনা, আকরণোত্তর ভাবনা, উপনিবেশোত্তর চেতনা কিংবা সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব - এই সবই অনুবাদ প্রক্রিয়াকে নানা শাখায় বিকশিত হতে সাহায্য করছে।" (...ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৩)

এখানে সাহিত্য সমালোচনার রিভ্যু বা ভাষা হিসেবে আমরা পুরুষাঙ্গের উপমাকে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার দণ্ড হিসেবে টিপ্পনী করতে পারি। ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরা বলে যে জগৎ ঘুমিয়ে পড়লেও দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকেন, জেগে থাকেন। টুকরো সময়ের বাধা সতীচ্ছদ ছিন্ন করে তার গোপণে প্রবেশ করে মহাসময় আলোড়িত করে, খণ্ড সময় আর মহাসময়ের এই মিলনরাসের রসধারায় সাময়িক, ক্ষণিক। সর্বব্যাপী ও নির্দিষ্টস্থানিক মহিমার অন্বয়লীলাই উৎসপাঠ ও মোহনাপাঠের দ্বিসংবাদিক প্রদক্ষিণ। তাই অনুবাদ সাহিত্য স্থানীয় চিহ্ন সঙ্গে নিয়েও সর্বদেশের, সাময়িক কালিক অভিজ্ঞান অঙ্গে ধারণ করেও মহাসময়ের শাশ্বত ছন্দে দোলায়িত। মিখায়েল বাখতিনের existence is sharing, every existence is a co-existence এবং self আর other এর দ্বিসংবাদিক তত্ত্বের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করি অনুবাদের এই অপরতার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যুক্ত হওয়ার শিল্পসাধনায়।

আমরা তপোধীর ভট্টাচার্যের লেখা প্রতীচ্যের সাহিতত্ত্ব গ্রন্থের অনুবাদতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত জাঁক দেরিদার অনুবাদ সম্পর্কিত মন্তব্যের ভাষ্য করলাম, উল্লেখিত সকল লেখকের গ্রন্থ এবং জার্নালে প্রকাশিত লেখাকর্মের ভাষ্য এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় বলে জাঁক দেরিদার মন্তব্যের সঙ্গে আর একজনামাত্র লেখকের মন্তব্যের ভাষ্য করছি। আমরা প্রবন্ধিক সমালোচক রবীন পাল মশাইর শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্যের ওপর লেখাকর্মের আলোচনা করছি। 'অনুষ্টুপ'-এ প্রকাশিত রবীন পালের 'শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ' শীর্ষক লেখায় পাই –

> " 'পারিবারিক' কবিতাটি মিলিয়ে দেখা গেল মূলানুগ। চলতি কথার ছলে জীবন সম্পর্কে, যুদ্ধ সম্পর্কে শ্লেষ অনুবাদেও ধরা গেছে। এই কবিতাটি অরুণ মিত্রও অনুবাদ করেছেন। দুটি অনুবাদের ভাষাতেই রূপকথা-প্রতিষ সারল্য আছে, তবে অরুণ মিত্রের অনুবাদটি যেন একটু গদ্যের দিকে, শঙ্খের অনুবাদটি সামান্য একটু পদ্যের দিকে ঝোঁকে। তাই প্রথমজন 'গোরস্তান' এবং দ্বিতীয়জন 'কবর' কথাটি ব্যবহার করেন, প্রথমজন লেখেন 'যুদ্ধটিকে থাকে মাটিকে থাকে সে উল বোনে', দ্বিতীয়জন লেখেন 'যুদ্ধ চলছেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> মাও চলছে, তিনি বুনছেন।' অরুণ মিত্রের আরও প্রভের অনুবাদ থেকে মনে হয় গদ্যের চালটাই এখানে বেশি হবে, ভেতরে একটা লয়কারী অনুভব করা যাবে।" (...পাল, পৃ. ১০৩)

এখানে প্রশ্ন জাগে যে শঙ্খ ঘোষের প্রায় অনুবাদ কবিতায় অন্ত্যমিল এসেছে। তিনি কবিতা সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে বলেছেন যে কবিতায় অন্ত্যমিল অপ্রাসঙ্গিক কালের বলে রীতি মেনে বাদও পড়বে না বা রীতি মেনে যোগও হবে না। অন্ত্যমিল আসবে প্রাণের টানে। গদ্যছন্দও প্রাণের টানেই আসবে। কিন্তু কবির অনুবাদ কবিতার এই অন্ত্যমিল কি প্রাণের টানে এসেছে নাকি রীতি মেনে মূলানুগ থাকতে। আর 'পারিবারিক' কবিতাটির ক্ষেত্রে অরুণ মিত্র এবং শঙ্খ ঘোষের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি যুদ্ধের শ্লেষকে ব্যাখ্যা করলেন। অরুণ মিত্রের অনুবাদে যুদ্ধ টিকে থাকে, মা টিকে থাকে, সে উল বোনে, শঙ্খ লেখেন যুদ্ধ চলছেই, মাও চলছেন, তিনি বুনছেন। রবীন পাল মশাই গদ্য আর পদ্যের প্রবাহকে লক্ষ করেছেন স্বাতন্ত্র্যে জলবিভাজন রেখা হিসেবে, আবার আমরা ভাষ্য করে বলতে পারি টিকে থাকার লড়াইয়ের তাৎপর্যে যুদ্ধ এতোটা মুক্তপাঠের সূচনা করতে পারে না, শঙ্খের চলমানতার তদ্ভবয়ণে মুক্তপাঠ মুক্তভাষায় বুনছেন শব্দের অন্তহীন সময় পরিসরের বয়ণে মুক্ত যাত্রার সূচনা কথা তৈরি করল।

শঙ্খের অনুবাদ সাহিত্যের আন্তর্বিদ্যা অভিমুখ : কী আমার পরিচয় 'মা' এই আত্মপরিচয় সন্ধানের ব্যাকুলতায় আমরা যেন সমাজ সংবিদের কণ্টকাকীর্ণ যন্ত্রণানীল মানবাত্মার বেদনার সঙ্গে দর্শণেরও অলিন্দে পৌঁছে যাই। দর্শনের যাত্রাই শুরু হয়েছিল কী আমার পরিচয় - এই আত্মজিজ্ঞাসার চিন্তনে। ঘোড়ামুখো মানুষের সংকট, আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব এভাবেই দর্শণবিদ্যার বয়নে দিসংবাদিক উত্তরণে ঋদ্ধ হয়।

ইকো-সায়েন্স, ইকোলজী, ইকোসিস্টেম বা পরিবেশতন্ত্র যে জীবজগত ও পরিবেশতন্ত্রের কথা বলে সেখানে মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক এক অনন্য সাধারণ প্রক্রিয়ায় অন্বিত। সাহিত্যেও এই পরিবেশ নানা মাত্রায় সাহিত্যে তাৎপর্যের সূত্রধার। সংস্কৃত, ইংরাজী বাংলা সর্বকালের সাহিত্যে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথে দেখি ছেলেটা কবিতায় মানুষ এবং মানুষ্যতরের এক সহৃদয় বয়ণ। রবিঠাকুর প্রকৃতিকন্যা সুভার মধ্য দিয়ে যে নীরবতাকে ছোঁয়ার পাঠ দিয়েছেন শঙ্খের ইতিবাচক নন্দনে সে পাঠ সম্প্রসারিত হয় আরো গভীর শুশ্রূষার লাবণ্যে। লোকসাহিত্যে যে ফেবলসস্টোরি সে জঁর এর সম্প্রসারণ আমরা ছেলেটা, মহেশ, এই জঁরগুলোতে পাই, কিন্তু এই হয়বদন, রক্তকল্যাণ এ মানব সম্পর্কও মনস্তত্ত্বের এক জটিল বলবো না আমরা বলতে চাই বিমিশ্র আলোর বিচ্ছুরণ যেন লক্ষ করি। জীব জগতের সঙ্গে এই লাবণ্যময় দ্বিরালাপ ও প্রাকৃতায়ণ এ যে উত্তরায়ণ মনস্কতা সে উত্তরণ উত্তর আধুনিক চেতনার সূত্রধার।

আমাদের জীববিজ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্র বলে যে, যে কোনো প্রতিস্থাপন এর সফলতার প্রমাণ হলো আস্তে আস্তে উৎসের সঙ্গে মিশে যাওয়া। যকৃত, বৃক্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা যায় জুড়ে দেওয়া অংশ মূল অংশের সঙ্গে মিশে যায় আস্তে আস্তে হয়বদন এও আস্তে আস্তে জোড়ো দেওয়া দেহ মিশে গিয়ে সম্পূর্ণতা পায়।

উপসংহার : যে আত্মপরিচয়ের সঙ্কট বা দ্বন্দ্ব শঙ্খের সাহিত্যের মূল অবলম্বন সেখানে সেই সঙ্কটোত্তীর্ণ মুক্তি-পিপাসা এবং ধীরে ধীরে মিশে যাওয়া এবং স্বরূপ প্রাপ্তিকে দার্শনিক সারূপ্য, সাজুয্য, সান্তি, সামীপ্য, সালোক্য ইত্যাদি পঞ্চমুক্তির স্বরূপ লাভে মুক্তির ভাবনাকে যেমন লক্ষ করি ঠিক তেমনি সামাজিক নিয়তির ব্যাখ্যায় কবি বিজয় ভট্টাচার্যের মন্তব্যকেও তুলে ধরতে পারি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন তিনভাবে সঙ্কট মুক্তি সম্ভব। দেশত্যাগ, প্রাণত্যাগ অথবা স্বরূপ/ নিজস্ব সংস্কৃতি ত্যাগ।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় জৈনক শিক্ষাবিদ বললেন তাঁর একটি বর্ণহিন্দু ছাত্রীর কাছে বর্ণের শংসাপত্র চাওয়া হচ্ছে। সে কোথা থেকে দেবে সেই শংসাপত্র। এই দ্বন্দ্ব সংকট তো বহুমাত্রিক, বহুস্বরিক। নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গের মতো এই দ্বন্দ্ব উঠছে, নামছে, সফেন এই সমুদ্রের দার্শনিক ব্যাখ্যায় আমরা বলতে পারি ঋষি বলেছেন প্রতিটি যাত্রাই অসম্পূর্ণতা হতে সম্পূর্ণতার যাত্রা। তিনি বলেছেন Animal to man and man to God, animality আর rationalityর এই দ্বন্দ্ব দার্শনিক মাত্রা পেতে যেমন দেখি তাঁর সাহিত্যে এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের নরসিংহ অবতারকে প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞান-ইতিহাসের বিবর্তনবাদী তত্ত্বকে যেমন প্রত্যক্ষ করি ঠিক তেমনি প্রতিদিন অপূর্ণতার বহুমাত্রিক বেদনাকে সময়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 314 - 325
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নামক তরঙ্গে ভাসিয়ে মানুষের মানবিক যাত্রার সান্দ্রপটভূমি আর উত্তরণের দ্বিরালাপিক দর্শণ ও তাৎপর্যঋদ্ধ। সময় নামক জারক আর স্রষ্টার নৃত্যছন্দেই ছন্দিত মূলপাঠ আর লক্ষ পাঠের পরাপাঠ। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে, সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক স্তরে সমাধানের জন্য আমরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারি? দেশত্যাগ, প্রাণত্যাগ, সংস্কৃতি ত্যাগের আপোস অথবা নিঃশব্দ বিদ্রোহ।

ঘোড়ামুখো মানুষের মুখ থেকে কাণ্ডজ্ঞানের কথা শুনলাম। অনেক জ্ঞান থাকলেও অনেকেরই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান, ভাষা ও ভাষাতীত, শব্দ ও শব্দাতীতের দ্বিসংবাদিক যাত্রাকে প্রত্যক্ষ করলাম এ যাত্রায়। কাণ্ডজ্ঞান আর জ্ঞানের কথায় লঘু আর গুরুর যে দ্বন্দ্বকথা তাই প্রত্যক্ষ করলাম গোড়াতে বলা হয়বদনের অনুবাদ বিষয়ক কথায় শঙ্খ ঘোষের ভাসনে। শিশুর হাসির সারল্য, আর ঘোড়ার চিহির মূলে সমাজ সংবিদের অন্বয়ে ভাষার বিবর্তনের ইঙ্গিতে জাঁক লাকার বরোমিন রিং এর কথা যেমন মনে পড়ে ঠিক তেমনি সার্বিক দ্বিসংবাদ এ ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের বক্রোক্তির কথাও মনে পড়ে।

যমুনাবতীর টেক্সট এ খাদ্য সংকট আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করলেন। লোকসাহিত্যের ‘ফেবলস’-এর মতো ছড়ার কাঠামোতে খুঁজে পেলেন নিঃশব্দ প্রতিবাদী চিহ্নায়ক। প্রতিস্থাপনেও যে বিনিময় তাতেও আছে চিহ্নায়ক আর চিহ্নায়িতের সঞ্চরমান মুক্ত বিনিময়ের পাঠ। তবু এই সামাজিক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বকে দার্শনিকতায় উত্তরণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে ‘Doubtful’ বা সন্দেহভাজনের দ্বান্দ্বিক সংকট নিরসণের জন্য মুক্তির উপায় কী? এ গবেষণার মুক্ত পথের সন্ধান অব্যাহত থাকুক।

Bibliography:

১. *Eliot T.S., Fourth Quarters, Uploaded by Rezinovsky Daniel, 2012*
২. ঘোষ শঙ্খ, *বহুল দেবতা বহুস্বর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬
৩. ঘোষ শঙ্খ, *হয়বদন, প্যাপিরাস,* কলকাতা, ১৯৭৪
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঘোষ শঙ্খ, *আকাঙ্ক্ষার ঝড়, দিন রাতগুলি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৬
৭. ভট্টাচার্য তপোধীর, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭
৮. পাল রবিন, *আচার্য অনীল (সম্পা), অনুষ্টুপ (শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা),* দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৪